সংবাদ

তারিখ ... 06 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...৪...

ভাইয়ের সনদে সর. স্কুলের প্রধান শিক্ষক বড় ভাই

প্রতিনিধি, সদরপুর (ফরিদপুর)

ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার চরবিষ্ণুপুর ইউপির কৃষ্ণ মঙ্গলের ডাংগী হালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছেন, আঃ জলিল। জানা যায়, প্রয়াত কছিমুদ্দিন সেখএর পুত্র আঃ জলিল সেক বর্তমানে তার আপন ছোট ভাইএর সনদে প্রধান শিক্ষকের পদে চাকরি করে যাচ্ছে। ছোট ভাইয়ের নাম আবুল কাশেম শেখ এর সনদে জলিল এর নাম নেই, শুধু কাশেম রয়েছে। যেহেতু একই পিতার সন্তান হওয়ায় অন্য কোন নাম পরিবর্তন করতে হয়নি, বাকি সবই একই। তবে ভুয়া হওয়ার জন্য অনেক ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে অজানা রহস্য। এখানে উল্লেখ করার মতো অনেক ঘটনা রয়েছে, জানা যায় কাশেমের স্ত্রীর নাম মেরী আক্তার, আর অন্যদিকে জলিলের স্ত্রীর নাম খালেদা বেগম। সনদে দখলকারীর নাম বর্তমানে আবুল কাশেম [জলিল] পূর্বের ভোটার তালিকা অনুয়ায়ী আব্দুল জলিল সেখ। কাবিন নামায় এখনো ছোট ভাইয়ের জায়গা দখল করতে পারেনি। জানা যায় আব্দুল জলিল সুচতুর ও বুদ্ধিমান হলেও কিন্তু লেখা-পড়ায় বেশ অদক্ষ ছিলো, চার বার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেনি। রীতিমতো দায়িত্ব পালন করে চলছে সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। আরো জানা যায় জলিলের চোট ভাই আবুল কাশেম বর্তমানে ইটালির নাগরিক হিসেবে ইটালিতে বসবাস করছে। আরো জানা যায় ২০০০ সালের ভোটার তালিকায় সদরপুরের চরবিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ০০০৫৫নং ভোটার তালিকায় আঃ জলিল মিয়া এর পরই ০০০১৪নং তালিকায় আবুল কাশেম মিয়া, দুই ভাইয়ের আলাদা আলাদা ভোটার তালিকা ও ভোটার নম্বার। এবং পরবর্তীতে তালিকায় ভিন্ন নাম। বর্তমানে ৫২ নম্বরে দেখা যায়, আবুল কাশেম [আব্দুল জলিল] একই দুই নাম দক্ষল করে অছে যা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া কাবিননামায় রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার নিকাহ নামা নং৫৫/৯২ কন্যার নাম মোসাঃ খালেদা বেগম স্বামী আব্দুল জলিল শেখ। অপরদিকে ৯৮/১৯৯৮ কন্যার নাম মোসাঃ মেরী আক্তার এবংতার স্বামীর নাম আবুল কাশেম মিয়া সেই কাবিন নামায় এখনো প্রধান শিক্ষক আব্দুল জলিলেরই নাম রয়েছে সেখানে নাম পাল্টাতে পারেনি। তবে এলাকায় জলিলকে জলিল হিসাবেই চিনে। এলাকাবাসি বলছে একজন অল্প শিক্ষিত লোক কিভাবে একজন প্রধান শিক্ষক হতে পারে? তাতে শিক্ষার মান কোথায় থাকে? বাস্তব শিক্ষায় কোমল মতি শিশুরা হতাশায় রইল। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জলিল সেক এবং তার ছোট ভাই কাশেম, মেরী আক্তারের স্বামী। এছাড়াও সুচতুর জলিল, নাম পরিবর্তন করার জন্যে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে আব্দুল জলিল সেখ (কাশেম) দিয়ে এফিডেভিট করিয়েছে। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, সঠিক ব্যক্তি সঠিক নামের জন্য নোটারি পাবলিক করতে হয় না, সবাই মনে করে থাকে। তাহলে কী কারণে নোটারি পাবলিক করিয়েছে তাহা কারো বোধ্যগম্য নয়। এ ব্যাপারে এলাকার অনেকেই বলে বেড়াচ্ছে ছোট ভাই যেহেতু দেশে নেই সে সুযোগে তার আসল সনদ কাজে লাগিয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, এ ঘটনা আমি কয়েকদিন পূর্বে বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে আমি তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিলাম, পরবর্তীতে উক্ত নোটিশের সঠিক কোন জবাব দিতে না পারায় আমি তার বেতন বোনাস বন্দ করে দেই। পর্রবর্তীতে রহশ্যজনক কারণে, আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিভাবে তার বোনাস উত্তোলন করে নিয়েছে তা, আমার বোধগম্য নয়।

ভোটার তালিকায় নাম পরিবর্তন হলেও কাবিন নামায় পরিবর্তন হয়নি